কালী এবং কৃষ্ণ কি একই?

ড. মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

১. পটভূমি: সনাতন ধর্মে কালী এবং কৃষ্ণ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। যাঁরা শক্তির উপাসক (শক্তি শুধু কালী নয়, শিব, দুর্গা, সরস্বতী, গণেশ ইত্যাদিও শক্তি) তাদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কালীর উপাসক। আর যারা বৈষ্ণব তাদের সিংহভাগ কৃষ্ণের উপাসনা করে থাকেন।

কালী কি কৃষ্ণ? শাক্তরা বলবেন হ্যা। বৈষ্ণবরা বলবেন একেবারেই না। শাক্তরা বলবেন দুর্গা বা কালীই সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের অধিকারিণী। কৃষ্ণও একই শক্তির অধিকারী। তাই কালী সৃষ্টি তত্ত্বে কৃষ্ণের মতই ভূমিকা পালন করেন বলে তিনি কৃষ্ণ ও বটে। বৈষ্ণবরা বলেন, কালী হলেন কৃষ্ণের দাসী - এমনকি দাসীর ও দাসী মাত্র। তাই কালী এবং কৃষ্ণ কিভাবে সমার্থক হতে পারেন? এই সম্পর্কে নীচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

২. কালীই কৃষ্ণ - এই মতের পক্ষের যুক্তিসমূহ:

(ক). প্রথমতঃ, কালীর সাধকদের মধ্যে অনেকেই যুক্তিদেন যিনি জীবদেহের পাপসমূহ কর্ষণ করে তাদেরকে মুক্তি প্রদান করেন - তিনিই কৃষ্ণ। তারা দাবী করেন কালীও তাঁর ভক্তকে মুক্তি প্রদান করতে পারেন। কালী সাধনায় জীব যেরূপ অমৃতত্ব লাভ করে কৃষ্ণ উপাসনায়ও তেমনি জীবের অমরত্ব লাভ হয়। তাদের মতে এক্ষেত্রে নারদীয় পুরাণ এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্রের বক্তব্য প্রায় সমার্থক। যেমন -

শ্বেতো রক্তস্তথা পীতঃ কলৌ কৃষ্ণত্বমাগতঃ।

(খ). দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চমকারে (মদ, মাংস, মৎস, মুদ্রা এবং মৈথুন - এদের সমন্বিত রূপকে পঞ্চ-ম-কার বলা হয়) যেমন কালীর সাধনায় তেমনি পঞ্চতত্বাতনকং কৃষ্ণ - অর্থাৎ কৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বসমন্বিত।

(গ). তৃতীয়তঃ, অনেক কালীসাধক দিব্য নেত্রে কালীকেই কৃষ্ণের ভূমিকায় দেখতে পেয়েছেন বলে কালীর উপাসকরা দাবী করেন। যেমন কালী-কৃষ্ণ অভেদ কল্পনা করে কালী সাধক রামপ্রসাদ গেয়েছেন -

কালী হলি মা, রাসবিহারী, নটবর বেশে বৃন্দাবনে-

পৃথক প্রণব নানা লীলা তব,

কে বুঝে একথা ভীষণ ভারী।

নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা;

আপনি পুরুষ, আপনি নারী।

ছিল বিবসন কটী, এও পীতধটী

এলোচুলচূড়া বংশীধারী।

…………………………..

মহাকাল কালু শ্যাম-শ্যামাতনু,

একই সকল বুঝেছি নারী।।

উপরোক্ত শ্যামাসঙ্গীত - এর কথা উল্লেখ করে অনেক কালীসাধক এবং কালীপূজক বিশ্বাস করেন যে শ্যাম (কৃষ্ণ) এবং শ্যামার (কালী) মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ কালী যেমন কৃষ্ণ হতে পারেন, তেমনি প্রয়োজনে কৃষ্ণও কালীর রূপ ধারণ করতে পারেন।

৩. দুর্গা থেকেই কালীর উৎপত্তি: অনেকে শ্রীল জীব গোস্বামী এবং গৌতমীয় তন্ত্রের ভিত্তিতে একথা বলেন যে যেই কৃষ্ণ সেই দুর্গা (কালী)। আবার যেই দুর্গা (কালী) সেই কৃষ্ণ। শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ (বৈষ্ণব দর্শনের দিক্‌পাল দার্শনিক) গৌতমীয় তন্ত্রের উল্লেখ করে তার এক আলোচনায় বলেছেন -

"য কৃষ্ণ সঃ এব দুর্গা।

য দুর্গা সঃ এব কৃষ্ণ।।"

অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা (কালী) এবং যিনি দুর্গা তিনিই কৃষ্ণ। জীবগোস্বামী পাদ - এর উপরোক্ত বক্তব্যের উদ্‌ধৃতি দিয়ে অনেক কালী উপাসক কালী ও কৃষ্ণকে একই মাপকাঠিতে বিচার করার চেষ্টা করেন।

৪. বৈষ্ণব মত - কালী ও কৃষ্ণ এক নয়:

বৈষ্ণবপন্থীরা বিভিন্নভাবে প্রমাণ করেছেন যে কালী কোন অবস্থায়ই কৃষ্ণের সমান নয়, বরং কালী হলেন কৃষ্ণের দাসী। দাসী কি কখনও প্রভুর সমান হতে পারে? যাক, কালী - কৃষ্ণ সমার্থক কিনা সে সম্পর্কে বৈষ্ণবীয় বিভিন্ন যুক্তি নীচে তুলে ধরা হল।

(ক). প্রথমতঃ, বেদ-উপনিষদ, ব্রাহ্মণ এবং এমনকি মহাভারতেও দুর্গা-কালীর কথা এবং বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু ঐসব বর্ণনার মধ্যে পরস্পর বিরোধীতাও আছে। যেমন যজুর্বেদ সংহিতায় কেবলমাত্র অম্বিকার কথা উল্লেখ রয়েছে। সেখানে অম্বিকাকে (দুর্গাকে) শিবের ভগ্নী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ঋকবেদ সংহিতায় "রাত্রি পরিশিষ্টে" দুর্গাস্তব আছে। তবে এই দুর্গা যদি ভুবন পূজিতা দুর্গা হয়ে থাকেন তবে তা রাত্রি স্তোত্র মাত্র ।

বেদের অন্তর্ভুক্ত বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও কালী - দুর্গার নাম নেই।

মুন্ডক উপনিষদে কালী এবং করালী - এই শব্দদ্বয় রয়েছে। সেখানে অগ্নির সপ্তজিহ্বার মধ্যে কালী এবং করালী নাম অন্যতম -

"কালী করালি চ মনোজবা...

লোলায়মনা ইতি সপ্তজিহ্বা।"

মহাভারতে অর্জুনের দুর্গাস্তব রয়েছে। এই দুর্গা ব্রহ্মবিদ্যা হিসেবে আখ্যায়িত। আবার তৈত্তরীয় উপনিষদে দুর্গা-গায়ত্রী আছে যা নিম্নরূপ-

"কাত্যায়নায় বিদ্বহে কন্যাকুমারী ধীমহি।

তন্নো দুর্গীঃ প্রচোদয়াৎ।"

এই গায়ত্রীতে স্ত্রীলিঙ্গ দুর্গার বদলে পুংলিঙ্গ দুর্গা শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এখন প্রশ্ন আমাদের ভুবন পূজিতা দুর্গা (কালী) কি শিবের বোন, নাকি বেদের রাত্রি, নাকি অগ্নির জিহ্বা, না ব্রহ্মবিদ্যা, স্ত্রীলিঙ্গ না কি পুংলিঙ্গ - না অন্য কিছু? তাহলে দেখা গেল দুর্গা (কালী) নাম বিভিন্ন শাস্ত্রে থাকলেও তাদের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন।

(খ). দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে দেখা যায় ব্রহ্মমোহন লীলায় নিজের ভুলের জন্য কৃষ্ণের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রজাপতি ব্রহ্মা বলেছেন: এই জড়জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কারিণী বহিরঙ্গা ছায়াশক্তি ভুবনপূজিতা দুর্গা যাঁর নির্দেশনায় বা ইচ্ছানুরূপ কার্যসাধন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। যদি দুর্গা - কালী এবং কৃষ্ণ সমার্থক বা একই হবেন বা হন তাহলে এখানে ব্রহ্মা দুর্গাকে কৃষ্ণের নির্দেশনায় সমস্ত কাজ করার কথা বললেন কেন? এথেকে বোঝা যায় দুর্গা বা কালী কৃষ্ণের আজ্ঞাবাহী দাসী মাত্র।

(গ). তৃতীয়তঃ, কালীকে শাস্ত্র অনুযায়ীও কৃষ্ণের সমার্থকতো দূরের কথা তাঁর দাসীরও দাসী বলা যায়। শাস্ত্র থেকে দেখা যায় ভগবৎ ধামের আবরণে এক মন্ত্রময়ী জ্যোতির্ময়ী দুর্গা রয়েছেন। ইনি অন্তরঙ্গা অংশে কৃষ্ণের দাসী এবং চিন্ময়ী। একে চিৎশক্তি দুর্গা বা যোগমায়াও বলা যায়। এরই ছায়া হলেন আমাদের ভুবন পূজিতা দুর্গা - কালী। এই অর্থে আমাদের পূজিতা দুর্গা - কালী হলেন দাসীর দাসী। অথচ বৈদিক কোন শাস্ত্রেই উল্লেখ নেই যে কৃষ্ণ কালীর দাস।

(ঘ). চতুর্থতঃ, কালী (দুর্গা) এবং কৃষ্ণ সমার্থক বা একই - এর পক্ষে শ্রীল জীবগোস্বামী পাদের উদ্‌ধৃত গৌতমীয় তন্ত্রের যে শ্লোক শাক্ত ভক্তগণ তুলে ধরেন, (পূর্বে উক্ত হয়েছে) তারা পূর্বাপর বিচার না করে বাহ্যিক অর্থে উপরোক্ত যুক্তি প্রদান করেন। এই দুর্গা দশহাত বিশিষ্টা মহামায়া দুর্গা নন, বরং বৈকুন্ঠের আবরণে যে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা বা চিৎশক্তিরূপ অষ্টহাতযুক্ত যোগমায়া। কৃষ্ণ এবং যোগমায়া সমার্থক। তাই জীবগোস্বামীপাদ গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত আগে উল্লেখিত শ্লোকটি যে ভুবনপূজিতা মহামায়া দুর্গার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাই সবশেষে প্রমাণ করেছেন।

(ঙ). পঞ্চমতঃ, শাক্তদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তি দেন কৃষ্ণতো একসময় রাধাকে আয়ানের হাত থেকে রক্ষার জন্য কালীরূপ ধারণ করেছিলেন। অর্থাৎ কালী ও কৃষ্ণ তাহলে একই। অত্যন্ত খোঁড়া যুক্তি। কারণ তাদেরকে সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন করা যায় কালী কি কোন অবস্থায় কোথাও প্রেমময় নটবর মাধুর্য বিগ্রহ কৃষ্ণের রূপ ধারণ করেছিলেন? যদি করে থাকেন তাহলে বলা যেত কালী - কৃষ্ণ একই। কিন্তু কৃষ্ণ কালীরূপ ধারণ করেছিলেন তার প্রমাণ শাস্ত্রে থাকলেও কালী কৃষ্ণরূপ ধারণ করেছিলেন তার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি।

(চ). ষষ্ঠতঃ, কৃষ্ণ এবং কালী সমার্থক - অর্থাৎ এক বলে যারা ভাবেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তি দেন যে কৃষ্ণ এবং কালীর বীজমন্ত্র (ক্লীং) একই। তাই তারা এক হবে না কেন? এর উত্তরে বলা যায় কৃষ্ণের বীজমন্ত্র অপ্রাকৃত। আর কালীর বীজমন্ত্র কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বীজমন্ত্রের ছায়ারূপ মাত্র। বটগাছ এবং তার ছায়া কি এক? কোন লোকও তার ছায়া নয়। আবার ছায়াও ঐ লোক নয়। তাই ছায়া

বীজমন্ত্র জপে যে ফল লাভ হয় তা নিত্য নয়। কারণ এর জপকারীদেরকে দেবীধাম তথা চতুর্দশভুবনের মধ্যেই জন্ম-মৃত্যুর চক্রে বার বার ঘুরতে হবে। মুক্তি লাভ হবে না। আর কৃষ্ণের অপ্রাকৃত বীজমন্ত্র জপলে নিত্য আনন্দ পাওয়া যাবে এবং পরিশেষে তাঁর দিব্য ধামে পৌঁছনো সম্ভব হবে।

(ছ). সপ্তমতঃ, গীতায় পরমেশ্বর ভগবান বলেছেন যে তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোন দেব-দেবীই তাদের ভক্তদের কিছু দিতে পারেন না। তাই কৃষ্ণ এবং কালী যদি অভেদ - অর্থাৎ অভিন্ন হন তবে কালীর ভক্তকে জড়জাগতিক ফলও প্রদানের জন্য কেন শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে?

(জ). অষ্টমতঃ, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এও বলেছেন যে অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই দেবদেবীদের পূজা করে। তিনি বলেছেন যে একমাত্র তাঁর পূজাই বৈধ। কালী এবং কৃষ্ণ অভিন্ন হলে শ্রীকৃষ্ণ দেবদেবীদের পূজা অবৈধ বলতেন না। আর যারা দেবদেবীদের পূজা করেন তাদেরকে অল্পমেধাসম্পন্ন এবং মূঢ় বলতেন না। তাছাড়া ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে দেখা যায় দেবদেবীরা পরমেশ্বর ভগবানের একাংশ মাত্র। এদিক থেকেও দেবী কালী কৃষ্ণের অংশ মাত্র। আর কৃষ্ণ হলেন অংশী।

(ঝ). নবমতঃ, কালী জীবকে প্রকৃতপক্ষে মুক্তি দিতে পারে না। এমনকি জীবের কর্মফল প্রদানেরও তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আসল মুক্তি একমাত্র কৃষ্ণই দিতে পারেন। শিবের উক্তি শুনুন:-

"মুক্তি প্রদাতা সর্ব্বেশাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়" - অর্থাৎ কেবলমাত্র বিষ্ণু তথা শ্রীকৃষ্ণই মুক্তিদাতা হতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

(ঞ). দশমতঃ, কালী এবং কৃষ্ণ যদি অভিন্ন হতেন তবে তাদের আবাসভূমিও তো এক হওয়ার কথা। কালীতো চতুর্দশভুবনেই আবদ্ধ থাকেন। অথচ কৃষ্ণ সর্বোচ্চ গোলোক বৃন্দাবন ধামে অবস্থান করেন যেখানে দেবী কালীর পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। কালীর আবাস নিত্য নয়। অথচ কৃষ্ণের আবাস নিত্য। এই বিচারেও কালী এবং কৃষ্ণ অভিন্ন হতে পারে না।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নিঃসন্দেহে বলা যায় কালীর সাধক এবং পূজারীরা কালী ও কৃষ্ণ অভিন্ন বলে যে দাবী করেন তার পক্ষে কোন যুক্তিযুক্ত শাস্ত্রীয় সমর্থন এবং সিদ্ধান্ত নেই বলা যায়।